রাজশাহী বিভাগ

প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে রাজশাহী বিভাগের সৃষ্টি হয় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন বিভাগীয় সদর দপ্তর ছিল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ, মালদাহ, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী এ আটটি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল তদানিন্তন রাজশাহী বিভাগ। কয়েক বছর পর বিভাগীয় সদর দপ্তর বর্তমান রাজশাহী শহরের রামপুর-বোয়ালিয়া মৌজায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৮ সালে বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় জলপাইগুড়িতে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পুনরায় বিভাগীয় সদর দপ্তর রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। ষাটের দশকের শুরুতে খুলনা বিভাগ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে বর্তমান খুলনা বিভাগের জেলাগুলিও রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খুলনা বিভাগ আলাদা হওয়ার পর থেকেই

আয়তন	১৮,১৫৪ বর্গ কিলোমিটার
লোকসংখ্যা	২,১৮,৬৩,১৮৩জন
জেলা	৮ টি
উপজেলা	৬৭ টি
ইউনিয়ন	৫৬৪ টি

রাজশাহী অঞ্চলের ৮টি (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট) এবং রংপুর অঞ্চলের ৮টি (রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) মোট ১৬টি জেলা রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত ৯ মার্চ ২০১০ তারিখে এক সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলের ৮টি জেলা নিয়ে রংপুর বিভাগ গঠন করায় রাজশাহী অঞ্চলের ৮টি জেলা নিয়ে বর্তমান রাজশাহী বিভাগ নতুন রূপ লাভ করে। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগের আয়তন ১৮,১৫৪ বর্গকিলোমিটার, লোক সংখ্যা ২,১৮,৬৩,১৮৩জন, উপজেলা ৬৭ টি, ইউনিয়ন ৫৬৪ টি। রাজশাহী বিভাগের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ, নওগাঁ জেলার বৌদ্ধবিহার ও কুসুম্বা মসজিদ, রাজশাহীর পুঠিয়ার জমিদারবাড়ী, নাটোরের উত্তরা গণভবন ও জমিদারবাড়ী, বগুড়ার মহাস্থানগড় বিভিন্ন ঐতিহ্য বহন করে। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা এবং বগুড়ার দই অত্যন্ত প্রশিদ্ধ।

এক নজরে রাজশাহী বিভাগের মৎস্য সম্পদ (২০২১-২২)

ক্রমিক নং	জলাশয়ে বিবরণ	জলায়তন (হেঃ)	উৎপাদন (মে.টন)
০১।	পুকুর-দিঘিঃ	**৭৪২৭২**	৩৮৯৬৯৮
০২।	ধানক্ষেতে মাছচাষ	**৮১৯০**	৮২০০
০৩।	বরোপিট	**২২৭৫**	৫১৫৩
০৪।	খাঁচায় মাছচাষ	**৪.৩**	১৭৬৩
০৫।	পেনে মাছচাষ	**৫৩**	১১৩
০৬।	নদী	**৭০১৭৫**	১৬৭২১
০৭।	বিল	**২৮৮৫১**	২০৩০২
০৮।	প্লাবনভূমি	**১৮৯৬৫৬**	৯১৫৮৫
০৯।	চিংড়ি	**২২**	৭৮
বিভাগের মোট		৩৭৩৪৯৮.৩	৫৩৩৬১৩

অন্যান্য তথ্যাদি

ক্র. নং	বিবরণ	জেলার নাম								বিভাগের মোট
		রাজশাহী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নওগাঁ	নাটোর	পাবনা	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	জয়পুর হাট	
১	মৎস্যজীবী	২০৭১৭	১০২৪১	১৭৭১৭	১৮০৭৯	৩৩৪০২	২৩৯৯৫	১৫৩৩৭	৪২৪০	১৪৩৭২৮
২	মৎস্যচাষি	১৬৪৬৩	৫৫৫৪	৩৩২৭৬	২৫৮৫০	২১৮৯৫	১৭৯৪৫	৩৪১৮১	৯৭৮৩	১৬৪৯৪৭
৩	পোনা ব্যবসায়ী	২০৫	১১২	১০২৮	৩০৫	৫৫৩	২৭৮	২৬৬২	১৮৫	৫৩২৮
৪	মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র	০১	০০	০০	০০	০০	০২	০৬	০০	০৯
৫	মৎস্য আড়ৎ	১৩৫	৭৫	২০১৪	১৫০	১০৮	৫২	৬৯	২৬	২৬২৯
৬	হাট-বাজার	২৩২	২০২	৩২৮	১৪৩	২১৮	৩৮৩	২৬০	৭২	১৮৩৮
৭	বরফ কল	৩০	১৬	৩৭	১০	২৩	৪৬	৩৩	৮	২০৩

মৎস্য উৎপাদন কারখানা, আমদানীকারক, বিক্রেতাগণের তথ্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)

ক্র. নং	বিবরণ	জেলার নাম								বিভাগের মোট
		রাজশাহী	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নওগাঁ	নাটোর	পাবনা	সিরাজগঞ্জ	বগুড়া	জয়পুরহাট	
১	খাদ্য উৎপাদন কারখানা	৯	২	৬	৫	৭	৫	১৬	৯	৫৯ টি
২	মৎস্য খাদ্য আমদানীকারক	১৩	১	১	৫	৪	৯	২০	৪	৫৭ জন
৩	পাইকারী মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা	৭০	১২	৩৩	২১	৯	১৫	৫৫	৩৪	২৪৯ জন
৪	খুচরা মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা	১১৮	১৩	৯৯	৮৭	২০	২৪	৯৮	৪৭	৫০৬ জন

বিভাগে মাছের চাহিদা ও উৎপাদন

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উৎপাদন (মে.টন)	জনসংখ্যা (জন)	চাহিদা (মে.টন)	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি (মে.টন)
	রাজশাহী	৮৭২৭৬	৩০৭০০১২	৬৭২৩৩.২৬	২০০৪৩
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০৮৬১	১৯৪৯৩৯৮	৪২৬৯১.৮২	-২১৮৩১
	নাটোর	৭১১৭৪	২০১৮২৯১	৪৪২০০.৫৭	২৬৯৭৩
	নওগাঁ	৮৪৪৫৮	৩০৭২৫৩৫	৬৭২৮৮.৫২	১৭১৬৯
	পাবনা	৭১৭৯১	২৯৮৪৭২০	৬৫৩৬৫.৩৭	৬৪২৬
	সিরাজগঞ্জ	৭১০৬৯	৩৬৬২৬২২	৮০২১১.৪২	-৯১৪২
	বগুড়া	১০১৬৬৫	৪০২৪৭৮৯	৮৮১৪২.৮৮	১৩৫২২
	জয়পুরহাট	২৫৩২০	১০৮০৮১৬	২৩৬৬৯.৮৭	১৬৫০
বিভাগের মোট		৫৩৩৬১৩	২১৮৬৩১৮৩	৪৭৮৮০৩.৭১	৫৪৮১০

*** জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক মাছের চাহিদা ২১.৯ কেজি ধরে জেলা ও বিভাগের চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।**

*** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর ১ জুলাই ২০২১ তারিখের প্রাক্কলিত জনসংখ্যা অনুযায়ী।**

বছর ও জলাশয় ভিত্তিক মাছের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিভাগের মোট উৎপাদন		৪.৬	৪.৮	৪.৯	৫.১	৫.৩

রেণুর উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য-২০২২

জেলার নাম	খামারের সংখ্যা			রেণু উৎপাদন (কেজি)	**মন্তব্য**
	সরকারী	বেসরকারী	মোট	২৩৬৫৪২	
বিভাগীয় মোট	২৩	**২০৩**	২২৬		
বিভাগে চাহিদাঃ	১১৭২৯১ কেজি				
বিভাগে উদ্বৃত্তঃ	১১৯২৫১ কেজি				

পোনার উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যঃ ২০২২

জেলার নাম	সরকারী খামার ও বেসরকারী নার্সারীর সংখ্যা		পোনা উৎপাদন (লক্ষ টি)	মন্তব্য
	সরকারী খামার	বেসরকারী নার্সারী	মোট	
বিভাগীয় মোট	২৩	২০৮৯	৯৮৫২.৮৭	
বিভাগে চাহিদাঃ	৬৮১০.৯৩ লক্ষ টি			
বিভাগে উদ্বৃত্তঃ	৩০৪১.৯৪ লক্ষ টি			

রাজস্ব খাতে চলমান অন্যান্য কার্যক্রম সমূহ

১। ক) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)

বিভাগের মোট	বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (টি)	ক্রমপুঞ্জিত লাইসেন্স/ নিবন্ধন প্রদান (টি)	ক্রমপুঞ্জিত লাইসেন্স নবায়ন (টি)	ক্রমপুঞ্জিত রাজস্ব আদায় (টাকা)	মন্তব্য
	২০৬	২০৬	১৮০	৬,৬৩০০০	

২) প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)- (২০২২-২৩)

প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ	বিভাগের মোট
পুরুষ	৫২১০
মহিলা	১০৩২
মোট	৬২৪২

৩) পোনা অবমুক্তি কার্যক্রমঃ ২০২২-২৩

	বিবরণ	বিভাগের মোট
ক)	জলাশয় (টি)	৬৯৬
খ)	জলাশয়ের আয়তন (হেক্টর)	২৩৮৪১.৫৪
গ)	অবমুক্ত পোনার পরিমাণ (মে.টন)	২৮.৫৮৭
ঘ)	পোনা অবমুক্তির পূর্বে উৎপাদন (মে.টন)	১৩১৯৫.৩৬
ঙ)	সুফলভোগী (লক্ষ টি)	১.১৪৭৫৮

৪) বিল নার্সারী কার্যক্রমঃ ২০২২-২৩

বিবরণ	বিভাগের মোট
জলায়তন (হেক্টর)	১২৪৮১.৬৬
বিল নার্সারির আয়তন (হেক্টর)	৬০
অবমুক্ত রেণূর পরিমাণ (কেজি)	১২৩
সুফলভোগীর সংখ্যা (লক্ষ)	০.৬৮২৩

৫) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনাঃ ২০২২-২৩

অভয়াশ্রমের সংখ্যা	৭২ টি
অভয়াশ্রমের আয়তন	৫৪.৮৭ হে.
সুফলভোগীর সংখ্যা	০.১৯৫৪৫ লক্ষ জন

৬) মৎস্য খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম (২০২২-২৩)

ক্র.নং	জেলার নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	জলাশয়ের আয়তন (হে:)	প্রকল্পের সুফলভোগীর সংখ্যা	প্রদত্ত ঋণের পরিমান (লক্ষ)	আদায়ের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিভাগীয় মোট		১১০৪	৪৬৫.৯৬	৩১২১	২৬০.৬৫২১৩	৫৩%

৭) মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম ২০২২-২৩ অর্থবছর

ক্রমিক নং	জেলা	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	অভিযানের সংখ্যা	আটককৃত ইলিশ (মে. টন)	আটককৃত জাল		মামলার সংখ্যা	জরিমানা (লক্ষ টাকা)	জেল (জন)
					দৈর্ঘ্য (লক্ষ মিটার)	মূল্য (লক্ষ টাকা)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিভাগের মোট		১২৯	৯৬৪	০.৫৮৮	৪০.৭২৬	৫৩৪.৬৭২	৩৬৮	২.২৩৩	৩০০

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর কার্যক্রমসমূহ

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
১।	স্থাপিত বিল নার্সারি (টি)	৯৫	৯৫	১০০%	
২।	জলাশয়ে অবমুক্তকৃত পোনার পরিমাণ (মে. টন)	৩০	৩০	১০০%	
৩।	জলাশয়ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করা ও পরিচালনা (টি)	২৯	২৯	১০০%	
৪।	মৎস্যজীবী/সুফলভোগীদের জলাশয় ব্যবস্থাপনা/ আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি /উদ্বুদ্ধকরণ সভা (টি)	২৫০	২৫০	১০০%	
৫।	স্থাপিত নতুন মৎস্য অভয়াশ্রম (টি)	৭	৭	১০০%	
৬।	রক্ষণাবেক্ষণকৃত মৎস্য অভয়াশ্রম (টি)	২৫	২৫	১০০%	
৭।	মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন- পরিচালিত অভিযান সংখ্যা (টি)	১১০০	১১০০	১০০%	
৮।	স্থাপিত প্রদর্শনী খামার (টি)	৫০০	৫০০	১০০%	
৯।	আয়োজিত মাঠ দিবস/মত বিনিময় সভা/সচেতনতামূলক সভা/পরামর্শ দিবস (টি	২৭৫	২৭৫	১০০%	
১০।	আয়োজিত মৎস্য মেলা/উদ্ভাবনী মেলা/মৎস্যচাষি র‍্যালি (টি)	১৫০	১৫০	১০০%	
১১।	আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপ (টি)	১৫	১৫	১০০%	
১২।	মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ-স্থাপিত যন্ত্রপাতির সংখ্যা (টি)	৬০	৬০	১০০%	
১৩।	তৈরি/উন্নয়নকৃত মৎস্য/চিংড়ি উৎপাদনকারীর সংগঠন (টি)	৩০০	৩০০	১০০%	
১৪।	মাছ বাজারজাতকরণের জন্য পরিচালিত অনলাইন/গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা (টি)	৪	৪	১০০%	
১৫।	মৎস্যখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উপকরণ সংক্রান্ত লাইসেন্স	৬০০	৬০০	১০০%	

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
	প্রদান/নবায়ন (টি)				
১৬।	পরিক্ষীত মৎস্যখাদ্য নমুনা (টি)	১৮৪	১৮৪	১০০%	
১৭।	মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান (টি)	১৫৫০০	১৫৫০০	১০০%	
১৮।	হ্যাচারি/মৎস্যবীজ খামারে মানসম্পন্ন মাছের রেণু উৎপাদন (মে.টন)	২৬২০	২৬২০	১০০%	
১৯।	উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন সম্পর্কিত মুদ্রিত লিফলেট / বুকলেট / পোস্টার (টি)	১	১	১০০%	
২০।	উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলনে আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ/ সচেতনতামুলক সভা (টি)	৪	৪	১০০%	
২১।	দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (জন)	৫০০	৫০০	১০০%	
২২।	দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন সংখ্যা (টি)	১	১	১০০%	
২৩।	মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবীসহ অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	৬১০০	৬১০০	১০০%	
২৪।	মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সম্পৃক্ত সুফলভোগী (জন)	১১০	১১০	১০০%	

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম

রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগ; এর ০৮ টি জেলার ৬৫ টি উপজেলা

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারী ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.

রাজশাহী বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২০২২-২৩ এর কার্যক্রম)

- ৩৪৮ টি প্রদর্শণী খামার স্থাপন
- ১০ টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন
- ৪০ টি মৎস্য অভয়াশ্রম সংস্কার
- ১৫০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কসপ
- ২০ টি বিল নার্সারি স্থাপন ও খনন
- ৪০,০০০ টি খামার নিবন্ধন

ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : রাজশাহী বিভাগ এর ০৪ টি জেলার ১৩ টি উপজেলা
প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই,২০২০ হতে জুন, ২০২৪ খ্রি.

বিবরণ	বাস্তবায়িত কার্যক্রম
মা ইলিশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা সভা সম্পন্ন	৩২টি সচেতনতা সভা পরিচালিত হয়েছে ১০২৯ জন পুরুষ ও ৩৪৬ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।
মা ইলিশ সংরক্ষণ সময়কালীন আইন বাস্তবায়ন	১৯৪টি মোবাইল কোর্ট ও ১৫৮১ টি অভিযান
বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য উপকরণ বিতরণ	২৯৭ টি গরু, ৬০ টি ছাগল ও ২৫ টি ভ্যানগাড়ী বিতরণ করা হয়েছে
প্রশিক্ষণ	১০৫ জন জেলেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে
হাই স্পীড এফআরপি বোট প্রদান করা হয়েছে	০১ টি

প্রকল্পের নাম

ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)
Climate Smart Agriculture and Water Management Project (DoF Part) (CSAWMP-DoF)

প্রকল্পে উদ্দেশ্য

(১)ক্লাইমেট স্মার্ট মৎচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ভিত্তি বছর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলানায় ২০% মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
(২)ব্যবসা-বান্ধব সাপ্লাই চেইন এবং মার্কেট নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে সংশ্লিস্ট স্টেকহোল্ডারদের বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা; এবং
(৩)সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করা এবং টেকসই মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আরও ভালো সচেতনেতা নিশ্চিত করা

প্রকল্প এলাকা

দেশের ৮টি বিভাগের ১৮টি জেলার ২৯টি উপজেলা

মোট প্রকল্প ব্যয়

১০৬.২৫ কোটি টাকা
জিওবি: ২১.২৫ কোটি
আরপিএ : ৮৫:০০ কোটি

রাজশাহী বিভাগ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর সদর উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জনবলের হালনাগাদ তথ্যাদিঃ

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১-৯	১৫৬	১১৬	৩৯
১০	৮৩	২০	৬৪
১১-২০	৩৭০	২১৭	১৫৩
মোট	৬০৯	৩৫৩	২৫৬

অত্র বিভাগে মৎস্য খাতে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে সুপারিশ

ক্রমিক নং	চ্যালেঞ্জ	সুপারিশ
১.	আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতার অভাব।	প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণী কার্যক্রম বাড়াতে হবে।
২.	মৎস্যখাদ্যের দাম বেশি।	মাছচাষের যান্ত্রিকায়নে পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি।
৩.	বাজার ব্যবস্থা আধুনিক নয়।	আধুনিক মৎস্যবাজার স্থাপন।
৪.	মৎস্যচাষে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি দাম বেশি	কৃষি সেক্টরের অনুরূপ মূল্য নির্ধারণ
৫.	Aqua inputs এর নিয়ন্ত্রণহীনতা	Aqua inputs এর ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন

বিশেষ সুপারিশ

১. মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষাগার স্থাপন।
২. কৃষি যন্ত্রপাতির অনুরূপ মৎস্য চাষ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে।
৩. চলন বিলের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করা।
৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গাড়ী প্রদান।
৫. অর্গানোগ্রাম সংশোধনের মাধ্যমে জনবল বাড়াতে হবে।